বাংলাদেশের পোশাক শিল্পখাতে সামাজিক সংলাপ

এবং সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের প্রচার ও প্রসার বিষয়ক প্রকল্প

এক নজরে সামাজিক সংলাপ প্রকল্প

প্রকল্পের অংশীদারগণ:

বাংলাদেশ সরকার
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- শ্রম অধিদপ্তর

মালিকদের সংগঠনসমূহ:
- বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ)
- বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
- বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)

শ্রমিকদের সংগঠনসমূহ:
- ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওর্য়াকার্স এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই)
- ইন্ডাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)

আর্থিক সহযোগিতায়: সুইডেন এবং ডেনমার্ক সরকার
প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশ

প্রেক্ষাপট

১৯৮০ সালের পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটে। এই খাতে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশই নারী। পোশাক খাতের এই দ্রুত ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রম বাজার ব্যবস্থার উন্নতি সমভাবে হয়নি। ফলশ্রুতিতে শ্রম অধিকার এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নতির বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

২০১২ এবং ২০১৩ সালে পোশাক শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারখানা দুর্ঘটনার পর পরই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে যার মাধ্যমে জরুরী কিছু অগ্রাধিকার-বিষয়ে সংস্কার সাধিত হবে। যেমন: কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা, পোশাক খাতে শ্রম অধিকার ও কর্ম পরিবেশের উন্নতি করা।

ইতোমধ্যে বেশকিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে কার্যকরভাবে পোশাক খাতের কর্ম পরিবেশ এবং শ্রম অধিকার পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করা দরকার। আইন ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন; অধিকন্তু, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা আরো শক্তিশালী করা দরকার।

আইএলও প্রকল্প অফিস
বাড়ি সিইএন (বি) ১৬, সড়ক ৯৯
গুলশান ২, ঢাকা,
ফোন: ০৯৬৭৮৭৭৭৪৫৬
ই-মেইল: dhaka@ilo.org
ওয়েব সাইট: www.ilo.org/dhaka

প্রকল্পের কার্যক্রম

এই প্রকল্পটি মূলত: সামাজিক সংলাপ প্রক্রিয়া এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করবে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সামাজিক সংলাপ, মধ্যস্থতা ও সালিশি ব্যবস্থাকে একটি স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য এবং আস্থাশীল প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তুলবে। এছাড়াও শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কর্মক্ষেত্রে কার্যকর সামাজিক সংলাপে নিয়োজিত হতে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এ খাতে ব্যাপক সংখ্যক নারী শ্রমিকের উপস্থিতি বিবেচনায় রেখে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পটি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে পোশাক খাতে কাজ করবে; পর্যায়ক্রমে এর কার্যক্রম আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যান্য খাতেও প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

এই প্রকল্প মূলত: তিনটি মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হবেঃ

১. সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন।

২. টেকসই এবং কার্যকর মধ্যস্থতা ও সালিশি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৩. অধিকতর সক্ষম শ্রমিক এবং মালিক সংগঠন যারা নিজেরাই সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নারী শ্রমিকের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমাধান ও প্রতিবিধান করবে।